‘ক্রসফায়ার’ তালিকায় নেই চট্টগ্রামের জামায়াত-শিবির সন্ত্রাসীরা

সুমি খান

আলোচিত, সমালোচিত, কিছু ক্ষেত্রে প্রশংসিত স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর প্রথমবারের মতো র‍্যাব-৭ পরিদর্শনে এসেছিলেন ২৩ ডিসেম্বর। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে র‍্যাব-৭-এর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। ফটিকছড়ির ওসমান বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী সজল দেবনাথ ক্রসফায়ারে নিহত হওয়ার পর ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে র‍্যাব। চট্টগ্রামে ক্রসফায়ারে নিহতের সংখ্যা ১৭। তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার এবং ক্রসফায়ার ঘটনার শিকার কি কেবলই জামায়াতবিরোধী ব্লক? এ প্রশ্নে সমালোচিত র‍্যাব-৭। এ পর্যন্ত ১৪ শিবির ক্যাডার গ্রেপ্তার হয়েছে র‍্যাবের হাতে। কেউ ক্রসফায়ারে পড়েনি, ২টি একে-৪৭ ছাড়া তেমন কোনো অস্ত্রও উদ্ধার হয়নি। দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার নাছিরের ভাই জিয়াউদ্দিন এবং তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডার ভাগিনা রমজান গ্রেপ্তার হলো র‍্যাবের হাতে। এদের বিশাল অস্ত্রভান্ডার অক্ষত রয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, এরা কি জামিনে মুক্ত হয়ে আবার দ্বিগুণ শক্তিতে নিরীহ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? সংরক্ষিত এসব অস্ত্র ব্যবহার হবে সাধারণ জনগণের ওপর? আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতের নির্বিঘ্ন কার্যক্রম নিশ্চিত করতেই কি অক্ষত রাখা হচ্ছে এদের সুশৃঙ্খল সন্ত্রাসী বাহিনী এবং বিশাল অত্যাধুনিক অস্ত্রভান্ডার? যারা জামায়াতের জন্য হুমকি তাদের নিশ্চিহ্ন করতেই কি ব্যবহার করা হচ্ছে র‍্যাবের মতো এলিট ফোর্সকে? কারা পরিদর্শকের দায়িত্ব নিয়ে সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী কারাগারের ভেতরে-বাইরে নির্বিঘ্নে সন্ত্রাসী লালন করে যাবেন?

সত্যিই সন্ত্রাস নির্মূল নাকি জামায়াতের পথের কাঁটা দূর কোন অভিযানে নেমেছে র‍্যাব-৭? এ প্রশ্নে গত ২৬ ডিসেম্বর রাতে র‍্যাব-৭ কমান্ডার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ‘সন্ত্রাসের প্রশ্নে কোনো গডফাদার বা সন্ত্রাসী রেহাই পাবে না। সাপ্তাহিক ২০০০কে দেয়া আহমইদ্যার সাক্ষাৎকারে আমি জেনেছি, শাহজাহান চৌধুরী এমপি অভিযুক্ত হয়েছেন। তথ্য-প্রমাণ থাকলে সবাইকেই ধরা হবে। কোনো রাজনৈতিক আদর্শ র‍্যাব মানে না। চট্টগ্রামে র‍্যাব অথবা সন্ত্রাস দুইয়ের একটি থাকবে। দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। র‍্যাব থাকলে সন্ত্রাস নির্মূল হবেই।’ বিষয়টি এখনো সেভাবে দেখার অবকাশ নেই। তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী হাবিব খান দাপটের সঙ্গে হত্যা, সন্ত্রাস, অপহরণ করে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে এখনো র‍্যাবের সফল অভিযানের প্রকাশ দেখেনি জনগণ। গিট্টু নাছির এবং হাবিব খানের শিবির ক্যাডার হিসেবে উত্থান। এ দুই দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এমন কেউ নেই। যে কারণে কোনো মামলাই অগ্রসর হয় না।

র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার ১৪ শিবির ক্যাডার

শীর্ষ সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডার ‘আজরাইল’ দেলোয়ার ’৯৮ সালে সিএমপি গোয়েন্দা শাখার এসি মুহম্মদ মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ অভিযানে সাজ্জাদসহ দেলোয়ার গ্রেপ্তার হয়। শিবির ক্যাডার সাজ্জাদ সম্প্রতি জামিনে মুক্ত হলে জামায়াত সাংসদ আবদুল্লাহ তাহের গাড়িতে করে নিয়ে যায় সাজ্জাদকে জেল গেট থেকে। জেলখানার পেছনের গেট দিয়ে কৌশলে সাজ্জাদকে বের করে দেয়া প্রশাসনের অনৈতিক পক্ষপাত।

RvgvqvZ †Q‡o weGbwc‡Z †hvM †`qvi Kvi‡YB µmdvqv‡i gi‡Z n‡q‡Q mš¿vmx AvngB`¨v‡K

mš¿vmxiv gi‡Q, aiv co‡Q wKš' kvnRvnvb †PŠaixi g‡Zv MWdv`viiv cvi †c‡q hv‡"Qb

দেলোয়ার কিছুদিন আগে জামিন পেয়ে ‘আজরাইল বাহিনী’ গড়ে তোলে। ১৫ জুলাই সাবেক শিবির ক্যাডার এগুচিয়ার চেয়ারম্যান আহমদুল হক চৌধুরী আহমইদ্যা বিএনপিতে যোগ দিলে তাকে হুমকি মনে করে জামায়াত। র‍্যাব হেফাজতে সাংবাদিকদের সামনে দেলোয়ার স্বীকার করে শাহজাহান চৌধুরী এমপির কার্যালয়ে বসে তার নির্দেশে আহমইদ্যা হত্যার পরিকল্পনা নেয়া হয়। এ পরিকল্পনা বারবার ফাঁস হয়ে যায়। জেনে যায় আহমইদ্যা। র‍্যাবকে জানায়, র‍্যাব হেফাজতে দেলোয়ার অক্ষতই থাকে। পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। দলীয় নির্দেশনা নির্বিঘ্নে পালন করতে আবারও জামিনে মুক্ত হবে ‘আজরাইল দেলোয়ার’, নিজের বাহিনীর নাম যে প্রাণ হরণকারী ‘আজরাইল’-এর নামে দেয়, পরবর্তীতে জামিনে মুক্ত হয়ে তার কর্মকান্ড কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সাক্ষাৎ যমদূত হয়ে দাঁড়াবে এবার আজরাইল দেলোয়ার।

শিবির ক্যাডার নাছিরকে ১২ আগস্ট ’০৪ চকবাজার থেকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করে। তারই স্বীকারোক্তি মতে শিপন ও বাবুলকে গ্রেপ্তার করা হয় একই এলাকা থেকে। জেলা পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ফটিকছড়ির বাবুল বাহিনী প্রধান ইয়াকুব আলী বাবুল এবং শিপন বাহিনী প্রধান ফোরকানউদ্দিন শিপনের স্বীকারোক্তি মতে ফটিকছড়ি থেকে একটি ডিবিবিএল বন্দুক উদ্ধার হয়। আবার এদের নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে বের হয় র‍্যাব। বাকলিয়া থেকে একটি একে-৪৭ সহ শিবির ক্যাডার জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব-৭ এই প্রথম একে-৪৭ পায়। তবে ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেনি। এদের থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। বাবুলের বিরুদ্ধে ফটিকছড়ি থানায় ৫টি হত্যা মামলা, ১টি নারী-শিশু নির্যাতন মামলা রয়েছে। শিপনের বিরুদ্ধে একই থানায় ৪টি হত্যা মামলা, ১টি নারী নির্যাতন মামলা আছে বলে র‍্যাব সূত্রে প্রকাশ।

১০ সেপ্টেম্বর ফটিকছড়ির ঈদিলপুর থেকে গ্রেপ্তার হয় তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী হাটহাজারী-ফটিকছড়ির ত্রাস শিবির ক্যাডার ভাগিনা রমজান এবং জামাই ফারুক। ১টি একে-৪৭ রাইফেল, ১১০ রাউন্ড গুলি (একে-

৪৭) ১টি ম্যাগাজিন (একে-৪৭), ১টি ওয়াকিটকি, ১টি পাসপোর্ট, ২টি আইডি কার্ড, ১টি মদের বোতলসহ এরা গ্রেপ্তার হয়। টপটেরর শিবির ক্যাডার নাছিরের ভাগ্নে, ভাগিনা রমজান ১১ সেপ্টেম্বর র‍্যাব হেফাজতে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হয়। বলেছে তার গডফাদারদের নাম। অকপটে উঠে এসেছে জামায়াতে আমির শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী এমপি, গোলাম আযমের সঙ্গে শাহজাহান চৌধুরী এমপি'র নাম। দ্বিধাহীন উচ্চারণে বলেছে, জামায়াতের কোনো আদর্শ নেই, এরা শুধু টাকার ভাগীদার। আমাদের হাতে এরা 'মাল' (অস্ত্র) দেয়। যার হাতে 'মাল' সেই নেতা।

ভাগিনা রমজানের স্বীকারোক্তিতে চট্টগ্রামের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অপহরণের মূল সিন্ডিকেট পরিচালনা করছে জামায়াত মহানগর চট্টগ্রামের নায়েবে আমির শাহজাহান চৌধুরী এমপি (সূত্র সাপ্তাহিক ২০০০, ১৭ সেপ্টেম্বর '০৪)

কারাবন্দি ভাগিনা রমজান নিয়মিত মোবাইলে কথা বলে র‍্যাব-৭ কমান্ডারের সঙ্গে তাকে বাঁচিয়ে রাখার কৃতজ্ঞতায়। প্রশাসন সতর্ক পদক্ষেপ নিলে ভাগিনা রমজানের অকপট স্বীকারোক্তির সহায়তায় সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন এমন কোনো কঠিন বিষয় ছিল না বলে মনে করছে সাধারণ জনগণ।

২৬ নবেম্বর '০৪ র‍্যাব গ্রেপ্তার করে আন্ডারওয়ার্ল্ডের অন্যতম নিয়ন্ত্রক টপটেরর শিবির ক্যাডার নাছিরের ভাই জিয়াউদ্দিনকে। তার স্বীকারোক্তি মতে, ফটিকছড়ির ঈদিলপুরের স'মিল (জামাই ফারুক ও শওকতের মালিকানাধীন) থেকে উদ্ধার হয় একটি এলজি। এতো বিশাল অত্যাধুনিক অস্ত্রভান্ডার থেকে সামান্য এলজি উদ্ধার কতোটা গ্রহণযোগ্য? শিবির ক্যাডার নাছিরের বোন লিলি ('লিলু আপা' নামে পরিচিত) আন্ডারওয়ার্ল্ডের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। মধ্যপ্রাচ্যে যার নিয়মিত আসা-যাওয়া। জিয়াউদ্দিনকে গ্রেপ্তারের পর তাকে নিরাপদে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। 'লিলু আপা' অথবা তার বাহিনী এবং অস্ত্রভান্ডার কিছুই উদ্ধার হলো না! এ ব্যর্থতা র‍্যাবের জন্যে কিছুটা অস্বাভাবিক বৈকি।

১৫ ডিসেম্বর '০৪ এই ৫ শিবির ক্যাডার সশস্ত্র হামলার প্রস্তুতিকালে র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়। টপটেরর নাছিরের এই ক্যাডার বাহিনী চকবাজার আল-আকবো আবাসিক হোটেল থেকে গ্রেপ্তার হয়। এদের মধ্যে আবু ইউসুফ ১২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত অস্ত্র মামলার পলাতক আসামি। আলমগীরের বিরুদ্ধে ফটিকছড়ি থানায় ১২টি মামলা রয়েছে।

এই ১৪ শিবির ক্যাডারের প্রত্যেককে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ অভিযোগের ভিত্তিতে র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছে। বারবার গ্রেপ্তার-জামিন নাটকের ধারাবাহিকতার নীরব দর্শক এরা। সন্ত্রস্ত, আক্রান্ত নিরীহ জনগণ।

সাবেক শিবির ক্যাডার আহমইদ্যা চেয়ারম্যানসহ তার ৭ ক্যাডারকে শিবির

wkwei K¨vWvi nwee Lvb Ges wMÆ bwQ‡ii NUv‡bv K‡qKwU nZ¨vKvÛ

* '৯৯ সালে চালিতাতলীতে ওয়ার্ড কমিশনার লিয়াকত আলী হত্যা।

* ২০০০ সালে বহদ্দারহাটে ৮ মার্ডার।

* ২০০১ সালে নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী মামলার রায়ে হাবিব খান যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত এবং গিট্টু নাছির মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি।

* ২০০২ সালে ফতেয়াবাদে চ.বি ছাত্রলীগ সহসভাপতি আলী মুর্তজা হত্যা। আরেকটি হত্যা মামলায় হাটহাজারী থানায় হাবিব খান মূল আসামি।

* ১৯ এপ্রিল '০৪ মুরাদপুর এলাকায় কমান্ডো স্টাইলে হামলা করে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয় কেইপিজেড এমডি কমোডর গোলাম রব্বানীকে। এর ক'দিন পর ব্যাংককে তিনি মারা যান। এ মামলায় গ্রেপ্তারকৃত গিট্টু নাছিরের ভাই মনছুর এখনো কারাবন্দি।

* শিবির ক্যাডার ছোট সাইফুল সন্ত্রাস ছেড়ে ব্যবসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। গিট্টু নাছিরের ভাই মনছুরকে ধরিয়ে দিয়েছে সন্দেহে গিট্টু নাছির নিজ হাতে সাইফুলের বোনের বাড়িতে গিয়ে হত্যা করে সাইফুলকে। জেল থেকে সেদিনই জামিন পেয়েছিলো ছোট সাইফুল।

* ইউএসটিসি'র এক ছাত্রকে অপহরণ করে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে সম্প্রতি।

* মার্চ '০৪ কালুরঘাট শিল্প এলাকার বেইজ টেক্সটাইলের ৫৬ লাখ টাকা লুট করে গুলিবিদ্ধ করা হয় নিরাপত্তা প্রহরীদের। হাবিব খান এবং গিট্টু নাছিরের যৌথ অভিযানে এ লুটপাট, চান্দগাঁও থানা এলাকায় দিনে-দুপুরে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

অসংখ্য অপহরণ, হত্যা, লাখ লাখ টাকা মুক্তিপণ, চাঁদাবাজিতে সক্রিয় এই শিবির সিন্ডিকেট দোর্দন্ড প্রতাপে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কার্যক্রম। এই দুই দুর্ধর্ষ ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী প্রশাসনের ক্ষমতার বাইরে কি? অভিযোগ আছে, নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ৩০-৪০টি গার্মেন্টস থেকে জোর করে 'ঝুট' (কাপড়ের ফেলে দেয়া অংশ) লুটে নেয় গিট্টু নাছির। তার মাসিক আয় কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা।

তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডার টপটেরর নাছিরের হাত ধরে এই দুই শিবির ক্যাডারের আন্ডারওয়ার্ল্ডে প্রবেশ। সাজ্জাদ, দেলোয়ার, মুন্না, ফাইভস্টার জসিম এবং খুকুমণিকে নিয়ে এই শিবির সিন্ডিকেট ভেঙে যায়। নাছির চট্টগ্রাম কলেজের একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে গ্রেপ্তার হবার পর খুকুমণি নিহত হবার পর সাজ্জাদ বেপরোয়া সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে। সাজ্জাদের ভাষায়, তার শিক্ষক খুকুমণি হত্যার বদলা নেবার জন্যেই তার হাতে গর্জে ওঠে একে-৪৭। সম্প্রতি জামিনে মুক্ত হয়ে সাজ্জাদ মধ্যপ্রাচ্যে চলে যায়। সবই চলছে র‍্যাবের সঙ্গে সমান্তরাল।

KL¨vZ `B wkwei K¨vWvi fvMbv igRvb I RvgvB dvi"K

বলেই মনে করেন- বললেন, ক্রসফায়ারে ১০ সেপ্টেম্বর নিহত হয়েছে আহমইদ্যা ও মিনহাজ। জামায়াতের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত উচ্চারণে হুমকি হয়ে না দাঁড়ালে তাকে কি ক্রসফায়ারে মরতে হতো? তার অন্য ৫ ক্যাডার কারাবন্দি। আরো প্রায় ৩০০ ক্যাডার র‍্যাবের ভয়ে এলাকা ছাড়া। এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ সত্য। তবে প্রতিপক্ষের স্বস্তি নিশ্চিত করতে এদের ক্রসফায়ারে ফেলা বা এলাকা ছাড়া করার খেসারত কি কেবল নিরীহ জনগণকেই গুনতে হবে? এর দায়িত্ব র‍্যাব-৭ কেনোভাবেই এড়াতে পারে না।

গত নবেম্বরে র‍্যাব অফিসে হাজিরা দিতে আসেন এওচিয়ার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান নিহত আহমইদ্যার চাচাতো ভাই জহিরুল হক চৌধুরী। এই প্রতিবেদকের সামনে তিনি বিনীত প্রশ্ন করেন র‍্যাব কমান্ডার লে. কর্নেল কাজী এমদাদকে। স্যার, সবাই বলছে আপনারা জামায়াতের হয়ে কাজ করছেন। আমরা নিরীহ লোক, জামায়াত তো বাঁচতে দেবে না। আমার ভাই আহমইদ্যাকেও এ জন্যেই মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা ভীত। একটু দেখবেন স্যার।' র‍্যাবের হাতে ৩০ নবেম্বর নিহত ছাত্রদল ক্যাডার ইকবালের ভাই চিৎকার করে সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমার ভাই জামায়াতের পক্ষে কাজ করেনি বলেই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।' সাধারণ জনগণের একই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে র‍্যাব কার্যক্রমের বাস্তব চিত্রে। নিরপেক্ষ সন্ত্রাস নির্মূল অভিযানই র‍্যাব-৭-এর কাছে জনগণের একমাত্র প্রত্যাশা। এক পক্ষের নির্বিঘ্ন সন্ত্রাস নিশ্চিত করা নয়।

৯ ডিসেম্বর জামায়াতের আমির শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, 'জামায়াত সন্ত্রাস করে না, তাই র‍্যাবের ক্রসফায়ারে জামায়াতের কেউ নিহত হয় না'। শিবির ক্যাডারদের গ্রেপ্তারের তালিকা প্রমাণ করে এ বক্তব্যের অসাড়তা। জামায়াত-শিবিরের অব্যাহত হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ঠেকাতে র‍্যাবের কঠোর পদক্ষেপ জরুরি।